Released
7-4-1939

নিউ থিয়েটার্সের নিবেদন

বড়দিদি

বড়দিদি

বাঙলার অপরাজেয় কথা-শিল্পী
শরৎচন্দ্রের কাহিনী অবলম্বনে
নিউ থিয়েটার্সের চিত্র-নিবেদন

নিউ থিয়েটার্স লিমিটেড
কলিকাতা

চিত্র পরিবেশক :

কাপুরচাঁদ লিমিটেড ঃ কলিকাতা

১৭২, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, নিউ থিয়েটার্সের পক্ষ হইতে শ্রীসুধীরেন্দ্র সান্যাল কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত।
শ্রীঅক্ষয়কুমার সরকার কর্ত্তৃক ১১নং চক্রবেড়িয়া সাউথ রোড, কলিকাতা খেয়ালী প্রেস হইতে মুদ্রিত।

পরিচালক	অমর মল্লিক
চিত্রশিল্পী	বিমল রায়
শব্দ-যন্ত্রী	বাণী দত্ত
সুরশিল্পী	পঙ্কজ মল্লিক
রসায়নাগারিক	সুবোধ গাঙ্গুলী
চিত্র-সম্পাদক	সুবোধ মিত্র
গোষ্ঠী-চালক	জলু বড়াল
শিল্প-নির্দ্দেশক ...	সৌরেন সেন ও অনাথ মৈত্র
সঙ্গীত-রচয়িতা :	অজয় ভট্টাচার্য্য, জীবনময় রায় এবং পশুপতি চট্টোপাধ্যায়
প্রধান ব্যবস্থাপক :	পি, এন, রায়

সহকারীগণ

পরিচালনায় : পশুপতি চট্টোপাধ্যায় এবং সৌম্যেন মুখোপাধ্যায়
পরিচালন সহায়ক : চন্দ্রশেখর বসু ও অরবিন্দ সেন
সঙ্গীত পরিচালনায় : হরিপ্রসন্ন দাস। চিত্র-শিল্পে : রবি ধর।
চিত্রশিল্প-সহায়ক : অমর সেনগুপ্ত এবং প্রভাকর হালদার
চিত্র-সম্পাদনায় : হরিদাস মহলানবিশ
দৃশ্যপটাদি গঠনে : পুলিন ঘোষ
ব্যবস্থাপনায় : শান্তি বন্দ্যোপাধ্যায়
শব্দানুলেখনে : রণজিৎ দত্ত
নৃত্য পরিচালনায় : খেমরাজ

মাধবী	মলিনা
সুরেন	পাহাড়ী
শান্তি	চন্দ্রাবতী
ব্রজবাবু	যোগেশ চৌধুরী
প্রমীলা	ছবি রায়
ঐ (বড়)	সাবিত্রী
বিন্দু	নিভাননী
নিমু	নির্ম্মল বন্দ্যোঃ
মিঃ রায়	শৈলেন চৌধুরী
মিসেস্ রায়	রাজলক্ষ্মী
মনোরমা	মেনকা
মনোরমার স্বামী	ভানু বন্দ্যোঃ
মথুরবাবু	ইন্দু মুখোঃ
শিবচন্দ্র	কেষ্ট দাস
এলোকেশী	রাণী
বিধু চাটুয্যে	সত্য মুখোঃ
অহি	অহি সান্ন্যাল
পদ্ম	পূর্ণিমা
সুরেনের বন্ধু	নরেশ বোস
ভিখারী	বিনয় গোস্বামী
গাড়োয়ান	সুকুমার পাল
পথিক	কেষ্ট ঘোষ
মাঝি	লালু সেন
সন্তোষ	পরেশ চট্টোঃ
পাইক	বীরেন দাস

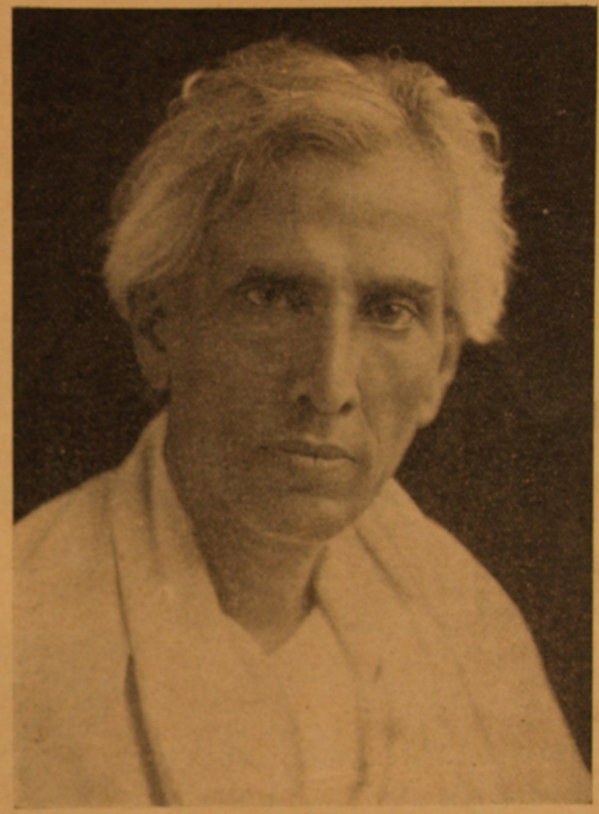

শরৎচন্দ্র

যাহার অমর স্থান প্রেমের আসনে,
ক্ষতি তার ক্ষতি নয় মৃত্যুর শাসনে।
দেশের মাটির থেকে নিল যারে হরি
দেশের হৃদয় তারে রাখিয়াছে ধরি॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১২ মাঘ
১৩৪৪

নিশুতি রাত। পাটনা সহরের বুকে লোক চলাচল বন্ধ। ঘড়িতে ঢং ঢং ক'রে বারোটা বাজল। হঠাৎ উকীল-বাড়ীর দেউড়ীর দরওয়ানরা চীৎকার ক'রে উঠল—চোর, চোর! রায়-সাহেব তখন শুতে যাচ্ছিলেন। তিনি ব্যাপার কি জানবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে বেরিয়ে গেলেন। রায়-গিন্নী ছুটলেন তাঁর সুরোর ঘরের দিকে; গিয়ে দেখলেন—সুরো নেই, তার বদলে টেবিলের ওপর রয়েছে একখানি চিঠি—

শ্রীচরণেষু,

মা, আমি চলিলাম। যেমন করিয়া পারি, বিলাত যাইব। নিজে রোজগার করিয়া টাকা জমাইয়া একদিন না একদিন আমার বাসনা চরিতার্থ করিব। বৃথা অন্বেষণ করিবেন না। আপনাদের আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করি। ইতি—

আপনাদের অবাধ্য সন্তান 'সুরেন'

কলকাতায় এসে সুরেন ভাগ্যক্রমে ধনী ব্রজরাজ লাহিড়ীর বাড়ীতে শিক্ষকতার কাজে নিযুক্ত হ'ল। লাহিড়ী-মশাইয়ের ছোট মেয়ে প্রমীলাকে পড়ানোর ভার পড়ল তার ওপর। ব্রজবাবুর বাড়ীর সর্ব্বময়ী কর্ত্রী ছিলেন তাঁর বড় মেয়ে মাধবী দেবী। মাধবী যুবতী, মাধবী বিধবা। সবাই তাকে "বড়দিদি" ব'লে ডাকৃত। একদিন মাধবী তার সই মনোরমাকে লিখল—

ভাই মনো,

প্রমীলার জন্য বাবা একজন শিক্ষক নিযুক্ত করিয়াছেন।—তাহাকে মানুষ বলিলেও হয়, ছোট ছেলে বলিলেও হয়। সংসারের সে কিছুই জানে না। তাহাকে না দেখিলে, না তত্ত্ব লইলে এক দণ্ড চলে না—আমার অর্দ্ধেক সময় সে কাড়িয়া লইয়াছে—তোমাকে পত্র লিখিব আর কখন্? এমন অকেজো, অন্যমনস্ক লোক তুমি জন্মে দেখ নাই। খাইতে দিলে খায়, না দিলে চুপ করিয়া উপবাস করে। তাই ভাবি এমন লোক সংসারে বাহির হয় কেন! শুনিতে পাই, তাহার মাতাপিতা আছেন, কিন্তু আমার মনে হয়, তাঁহাদের পাথরের মত শক্ত প্রাণ! আমি তো বোধ হয়, এমন লোককে চক্ষের আড়াল করিতে পারিতাম না।

উত্তরে মনোরমা লিখল—

তোমার পত্রে জানিলাম যে, তুমি বাড়ীতে একটি বাঁদর পুষিয়াছ—আর তুমি তার সীতা দেবী হইয়াছ। কিন্তু তবু একটু সাবধান করিয়া দিতেছি। তোমার বাঁদর যাহা চাহিবে, তাহাই দিও না। দিবার একটি সীমা রাখিও। আর যদি একান্ত তাহা না পার, তাহা হইলে তাহাকে ছাড়িয়া অন্যত্র চলিয়া যাইও।

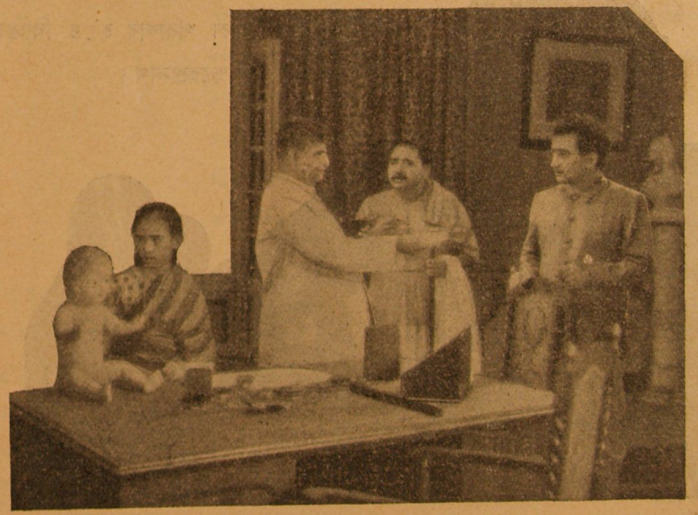

মনোরমার উপদেশ মাধবী পালন ক'রল—সে কাশী চ'লে গেল। কিন্তু সেখানেও নিস্তার নেই। একদিন প্রমীলার চিঠি গিয়ে হাজির—

বড়দিদি,

তুমি শীঘ্র চলিয়া আইস। তুমি না থাকায় মাষ্টার মহাশয়ের অত্যন্ত কষ্ট হইতেছে।

মাধবী চিঠি পেয়ে কলকাতায় ফিরে এল। মাধবীর সামনে সমস্যা—প্রেম ও কর্ত্তব্যের দ্বন্দ্ব! শেষে মাধবী সুরেনকে বাড়ী থেকে বিদায় ক'রে দিলে। বিধবার হৃদয়ে প্রেমের স্থান নেই!

এমনি ক'রেই তারা পরস্পর হ'তে বিচ্ছিন্ন হ'ল—মাধবী ও সুরেন্দ্রনাথ।

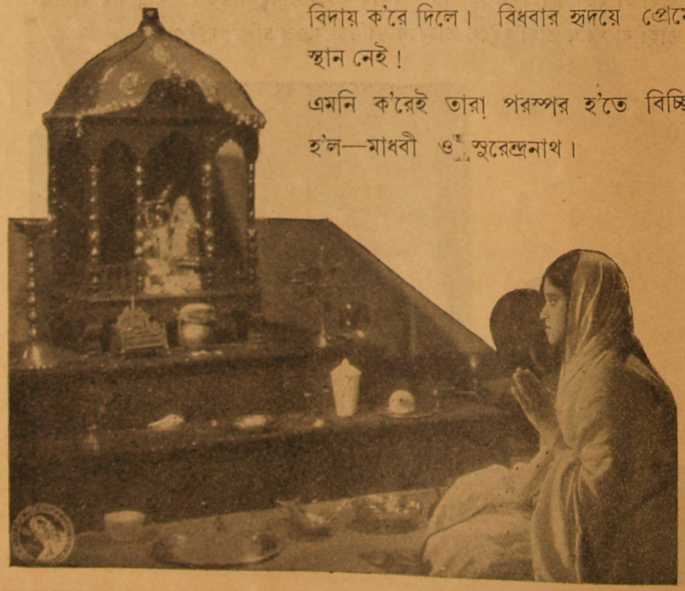

তারপর পাঁচটি বছর কেটে গেল। জগৎ পরিবর্ত্তনশীল। সুরেন্দ্রনাথের জীবনেও পরিবর্ত্তন এসেছে। সে আজ পাবনা জেলার লালতাগ্রামের প্রকাণ্ড জমিদার। ঘরে তার সুন্দরী সাধ্বী স্ত্রী শান্তি। কিন্তু 'বড়দিদি'-র চিন্তাকে সে তার মনের ভিতর থেকে সরাতে পারে নি।

আর তার বড়দিদি মাধবী!—স্নেহশীল পিতার মৃত্যুর পর সংসার চালানোর দায়িত্ব থেকে সে মুক্তি পেয়েছে যে-পরিমাণে, তার থেকে ঢের বেশী পরিমাণে সুরেন্দ্রনাথের চিন্তা তাকে অধিকার ক'রে বসেছে। তাই বহুকাল বাদে সুদূর পল্লীগ্রামে অবস্থিত স্বামীর ভিটায় ফিরে গিয়ে সে দেখতে চাইল যে, সেখানে সে তার

উপরে : মলিনা, যোগেশ চৌধুরী, কেষ্টদাস ও ছবি।
নীচে : মলিনা, যোগেশ ও কেষ্টদাস।

মনের হারিয়ে-যাওয়া শান্তিকে ফিরিয়ে পায় কিনা? কিন্তু সে তো জানে না, তার স্বামীর ভিটে যে-গাঁয়ে, আজ সে-গাঁয়ের জমিদার হচ্ছে প্রমীলার মাষ্টারমশাই সুরেন রায়!

অসুস্থ দেহ নিয়ে জমিদারী কাগজ-পত্র দেখতে দেখতে হঠাৎ সুরেন্দ্রনাথের নজরে পড়ল, গোঁসাগাঁয়ে মাধবী দেবী নামে কে-একজন বিধবার জমি-জমা ঘর-বাড়ী যথাসর্ব্বস্ব বাকী

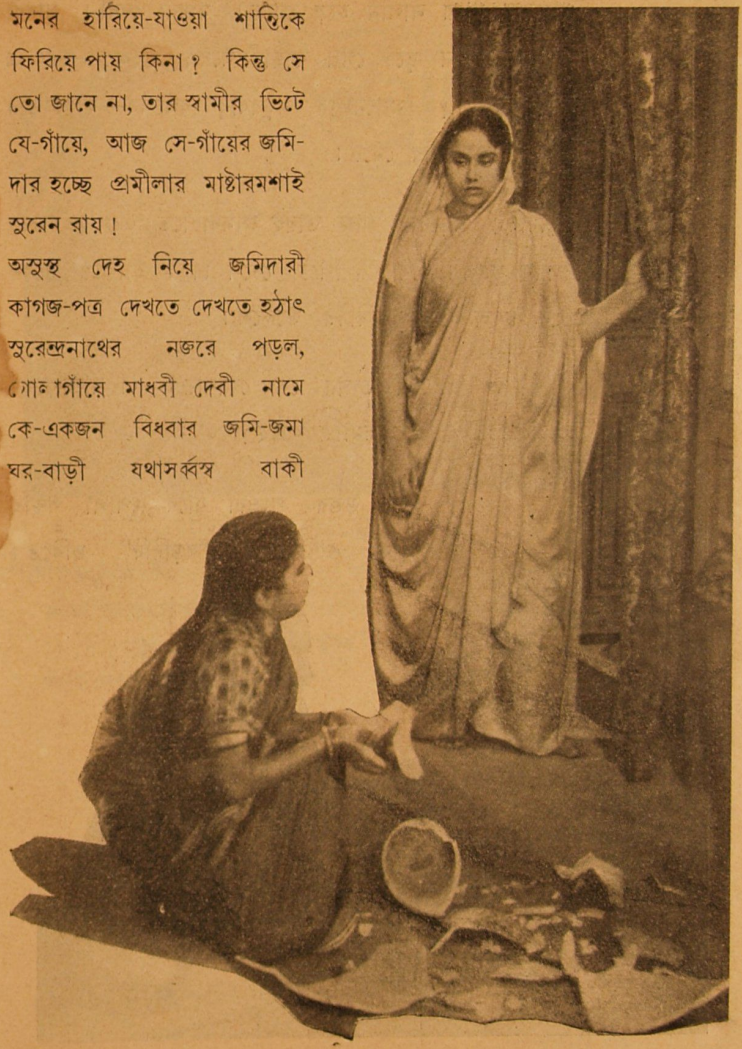

খাজনার দায়ে নীলাম হয়ে গেছে। মাধবী দেবী! মাধবী দেবী! সুরেন ছুটে গেল কাছারী ঘরে; শুধোলো—কে এ মাধবী দেবী? ম্যানেজার মথুরবাবু বললেন—কল্‌কাতার ব্রজরাজ লাহিড়ীর মেয়ে।

বড়দিদি! বড়দিদি আজ তারই জমিদারীতে এসে গৃহহারা! সুরেন ছুটল। ঘোড়ার পিঠে চেপে চাবুক হাঁকিয়ে সুরেন ছুটে চল্‌ল তার বড়দিদির উদ্দেশে।

এ চলার শেষ কোথায়? এ যাত্রাপথের কি সমাপ্তি আছে?

এর উত্তর পাওয়া যাবে রূপালী পর্দ্দার বুকে প্রতিফলিত "বড়দিদি" ছবিতে।

—এক—

পথিকের গান—

ওগো আপন ভোলা পথিক
তুমি কারে বেড়াও খুঁজে?
আমি তোমার লাগি পথ চেয়ে রই
তোমারই বন্ধু যে!

তোমার চরণে যে বেদন বাজে
বাজে সে মোর প্রাণে,
তোমার স্মরণে যে আনন্দ তাই
বাজে আমার গানে।

ওগো বারেক এসে দাঁড়াও আমার দ্বারে
এই আঙ্গিনার আলোয় অন্ধকারে
আমার কাঙাল হৃদয় লুটাতে চায়
তোমার চরণ পূজে।

—জীবনময় রায়

—দুই—

মনোরমার স্বামীর গান—

আমারে চিনবে না গো জানি, জানি।
আমি যে গানের মাঝে লুকিয়ে রাখি
আমার আপন হৃদয়খানি।
আমার সকল কথায় গোপন থাকে একটি কথা,
কেউ জানে না কেউ বা জানে সে বারতা
আমি সুরে সুরে বয়ে আনি,
দখিন হাওয়ার কানাকানি,
ধরা দিয়ে রই অ-ধরা
মনেই রহে মনের বাণী।

—অজয় ভট্টাচার্য্য

—তিন—

মনোরমার গান—

সই কেবা শুনাইল শ্যাম নাম।
কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ॥
না জানি কতেক মধু শ্যাম নামে আছে গো
বদন ছাড়িতে নাহি পারে।
জপিতে জপিতে নাম অবশ করিল গো
কেমনে পাইব সই তারে॥
পাশরিতে চায় মন পাশরা না যায় গো
কি করিব কহ গো উপায়……

—দ্বিজ চণ্ডীদাস

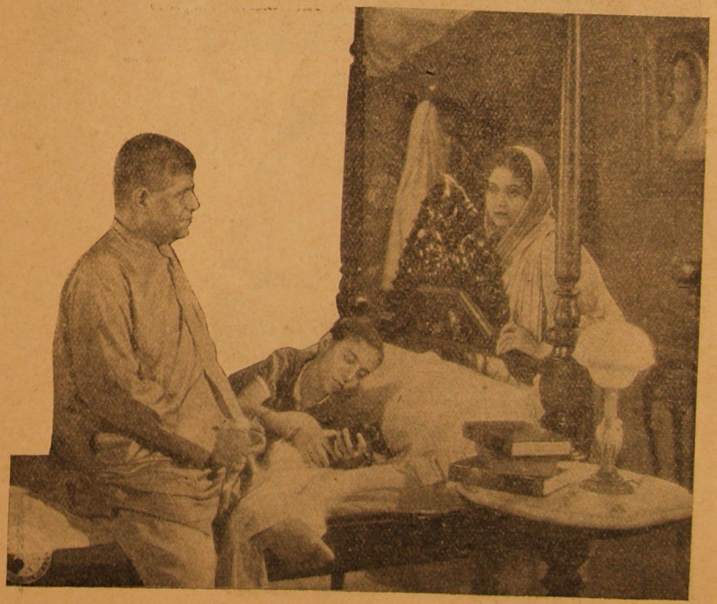

—চার—

বৈষ্ণবের গান—

রাধা রাধা সুরে কাঁদিল বাঁশরী
সখি, বুক ফেটে যায়
পাষাণী হইয়া রহিনু বধিরা
না গেনু তমাল ছায়।
সখি, না গেনু যমুনাকুলে
শিরে তবু অকারণে দিল ননদিনী
কলঙ্ক-পশরা তুলে।
সখি, বল করি কি উপায়!

—জীবনময় রায়

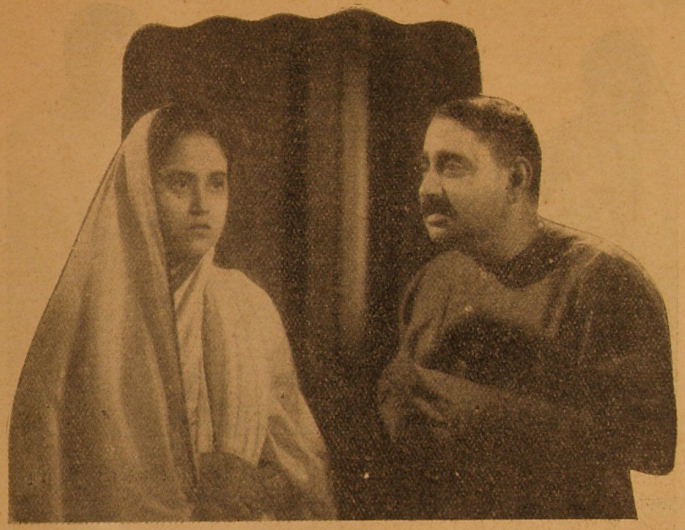

—পাঁচ—

এলোকেশীর গান—

দেহ বল্লরী ফুল্ল আনন্দে
মম যৌবন উন্মন গন্ধে।
কেগো পান্থ বিড়ম্বিত
পাশরিলে সম্বিত
বাঁশরীর বিহ্বল ছন্দে!
এই জোৎস্না-তরঙ্গিত রাত্রি
ওগো মুগ্ধ বিমন পথযাত্রী!
মোর কামনার কমনীয় কুঞ্জে
আজি উৎসব রস সবে ভুঞ্জে।
এস সকল বন্ধ বাধা টুটিয়া
লহ উচ্ছল তনু মন লুটিয়া
বাঁধ কঠিন নিবিড় বাহুবন্ধে

—জীবনময় রায়

মলিনা, ছবি, নিভাননী ও নির্ম্মল বন্দ্যো:

শৈলেন, যোগেশ ও পাহাড়ী

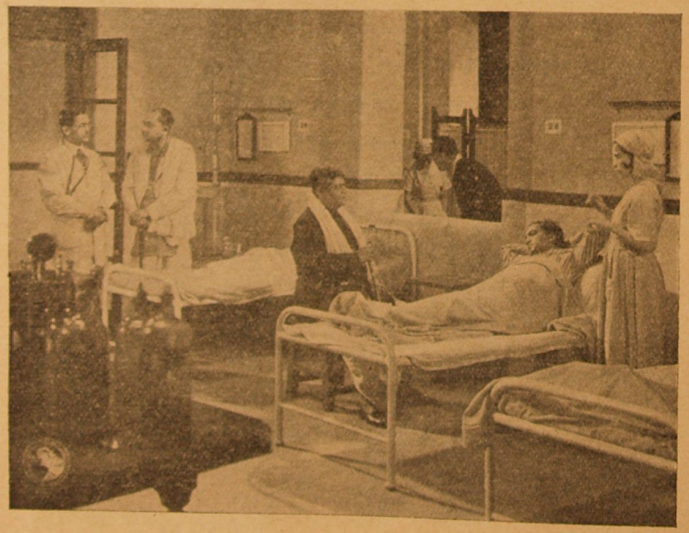

—ছয়—

শান্তির গান—

বুঝি কার আসার লগন হোলো।
ফুলের কলি কয় যে ডাকি
নয়ন তবে তোলো।

মনের ছায়ে বনের পাখী
করে কেন ডাকাডাকি
ও কার মালার গন্ধ এসে কহে
দুয়ারখানি খোলো।

দখিন হাওয়া কয় যে এসে
সোনার কমল পর' কেশে
সে এলে আজ মনের কথা
মনে মনেই বোলো।

—অজয় ভট্টাচার্য্য

—সাত—

গাড়োয়ানের গান

ওরে ও ভোলা মন,
নয়ন মেলে দেখনা খুঁজে কোথায় আছে প্রাণ-রতন
এই দীঘল পথের কোন্ বাঁকেতে, চুপিসাড়ে কোন্ ফাঁকেতে
চ'লে যাবে প্রাণের ঠাকুর ঘুমে থাকবি অচেতন !

*

মন রে তুই অবোধ ছেলে !
ঘুরে ঘুরে মরিস খালি, শান্তি পাবি কোথায় গেলে ?
তোর প্রাণের ঠাকুর সামেন দে যায়, দেখলিনে হায় নয়ন মেলে !

—পশুপতি চট্টোপাধ্যায়

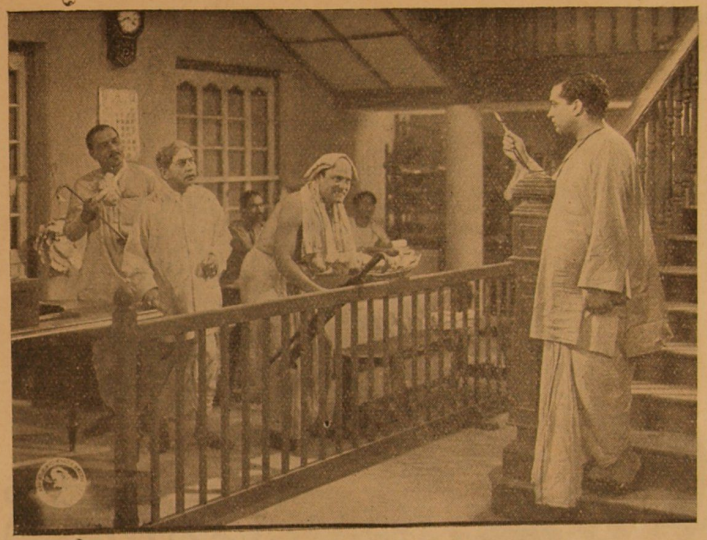

অহি, ইন্দু মুখোঃ, সত্য এবং পাহাড়ী

বাঈজী এলোকেশী (রাণী)

সাপুড়ে

নিউ থিয়েটার্সের
আগামী নিবেদন

পরিচালক : **দেবকী বসু**

স্বর-শিল্পী : **রাইচাঁদ বড়াল**

প্রবর্দ্ধক : **যতীন মিত্র**

চিত্র-শিল্পী : **ইউসুফ মুলজী**

শব্দযন্ত্রী : **অতুল চ্যাটার্জ্জী**

ভূমিকায় : কানন, মনোরঞ্জন, পাহাড়ী, মেনকা, রতীন, কৃষ্ণচন্দ্র দে, শ্যাম লাহা, অহি সান্যাল, মনি বর্দ্ধন প্রভৃতি।

THE NEW THEATRES LIMITED

জীবতাং জ্যোতিরেতু ছায়াম